سُوْرَةُ الْمُلْكِ

الضَّمَانُ الإِلَهِيُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

সূরাতুল-মুলক

কবরের আযাব থেকে এক ঐশী নিরাপত্তা

লেখক:

ইয়াসির ইসমাঈল রাযী

অনুবাদক:

মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية ، حفر الباطن

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدَ لله الْغَفَّارِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَرَارِ.

সকল প্রশংসা ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলার জন্য। আর সকল দরূদ ও সালাম নির্বাচিত নবীর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত অবধি তাঁর পথে চলা সকল লোকদের উপর।

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ নিজ প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রোনিক্স বস্তু খরিদের সময় সে জিনিসের উন্নত তৈরি, শক্তিশালী কর্মক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তার কথা অবশ্যই চিন্তা করেন। তবে গুটি কয়েক ছাড়া কেউই ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজ পরকালের কবরের শাস্তি ও তার ভয়ানকতা থেকে ঐশী নিরাপত্তার ব্যাপারটি কখনোই এতটুকুও চিন্তা করেন না। অথচ তা পরকালের সর্বপ্রথম ও সর্বগুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ মঞ্জিল।

আশা করি আমাদের এ বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি আপনাকে নবী ﷺ এর অনুসরণে এবং কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি রাত সূরাতুল-মুলক পড়ার প্রতি সাহসিকতা জোগাবে তাতে সহযোগিতা করবে। কারণ, নবী ﷺ কুরআন মাজীদের অসংখ্য সূরা থেকে শুধুমাত্র এ সূরাটিকেই কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী সূরা বলে চিহ্নিত করেছেন। যার ফযীলত সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে এ কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সবার চেয়ে আমাদের অতি নিকটে এবং সকলের দু'আ কবুলকারী। সর্বশেষে সকল প্রশংসা সর্ব জগতের প্রভু আল্লাহর জন্য।

কবরের সাথে কিছুক্ষণ

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্বাধীন করা গোলাম হানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উসমান বিন আফফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন তিনি কেঁদে কেঁদে একেবারে নিজের দাড়িগুলো ভিজিয়ে ফেলতেন। তখন তাঁকে বলা হতো, আপনি তো জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কখনো এতো কান্না করেন না। অথচ কবরের কথা স্মরণ করে এতো কান্না করেন। এর কারণ কী? তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

"নিশ্চয়ই কবর হলো আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। তা থেকে কেউ মুক্তি পেলে তার পরবর্তী জীবন আরো সহজ হবে। আর তা থেকে কারো মুক্তি না মিললে তার পরবর্তী জীবন আরো কঠিন হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: আমি এমন কোন দৃশ্য দেখিনি যা কবর থেকে আরো ভয়ঙ্কর"।

(তিরমিযী: ৩/১৪০৩ হাদীস ২৪১০ ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান গরীব বলেছেন)

হুসাইন আল-জু'ফী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি একটি খননকৃত কবরের পাশে এসে তার দিকে তাকিয়ে খুব কান্না করে বললো: আল্লাহর কসম! তুমি আমার সত্যিকারের ঘর। আল্লাহর কসম! আমি পারলে তোমাকে অবশ্যই আবাদ করবো।

(আহওয়ালুল-কুবূর ওয়া-আহওয়ালু আহলিহা ইলান-নুসূর: ২২৯)

ঈসা আল-খাওয়াস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: প্রথম শতাব্দীর জনৈক ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসা একটি মাথার খুলি দেখতে পেয়ে খুব অস্থির হয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন। এরপর কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুধু কবর আর কবর। তখন তিনি মনে মনে

বললেন: যদি কোন একটি কবর খুলে সেখানে বসবাসকারীকে জিজ্ঞাসা করা যেতো তুমি এখানে কী দেখতে পাচ্ছো? এরপর তাকে স্বপ্নে বলা হলো: উপর থেকে কোন কবরকে উঁচু দেখে ধোঁকা খেয়ো না। কারণ, মাটি তাদের চেহারাগুলো খেয়ে ফেলেছে। তাদের কেউ কেউ এখন আল্লাহর উত্তম প্রতিদানের অপেক্ষায় রয়েছে। আবার কেউ তাঁর শাস্তির ভয়ে আতঙ্কিত রয়েছে। অতএব, তুমি এগুলো দেখার পরও পরকালের ব্যাপারে গাফিল থেকো না। এরপর থেকে লোকটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম করে পরিশেষে মৃত্যু বরণ করে।

(আহওয়ালুল-কুবূর ওয়া-আহওয়ালু আহলিহা ইলান-নুসূর: ২২৬)

এটি হলো নিশ্চিত পরিণতির ব্যাপারে এক কঠিন অনুভূতি। এটি হলো আল্লাহর সত্য ওয়াদার ব্যাপারে চিন্তিত এক জীবন্ত অন্তর। এমনকি এটি হলো এক ভুলে যাওয়া সত্য আর চোখের অন্তরালের এক নিশ্চিত ঘাঁটি যার কাছে আমাদের সকলকেই দাঁড়াতে হবে। কেউ কি এর জন্য পরিশ্রম করতে রাজি আছে? আর কেউ কি এর থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে?

সূরাতুল-মুলকের ফযীলত:

১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ سُوْرَةً فِيْ الْقُرْآنِ ثَلاَثِيْنَ آيَةً، شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْـمُلْكُ

"কুরআনে ত্রিশটি আয়াতের একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তা হলো "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক"।

(সহীহু ইবনি মাজাহ/আলবানী: ২/৩১৬ হাদীস ৩০৫৩)

২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো "আলিফ-লাম-মীম তানযীল" তথা সূরা সাজদাহ এবং "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক না পড়ে ঘুমুতেন না"। (সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/১৩০ হাদীস ৫৮৫)

৩. আব্দল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সুরাতুল-মুলকের পাঠক কোন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে আযাবের ফিরিশতা তার পায়ের দিক থেকে আসলে সূরাটি বলবে: আমার এ দিক থেকে তোমাদের কোন পথ নেই। কারণ, লোকটি সূরাতুল-মুলক পড়তো। অতঃপর তার বুক কিংবা পেটের দিক থেকে আসলে সূরাটি বলবে: আমার এ দিক থেকে তোমাদের কোন পথ নেই। কারণ, লোকটি সূরাতুল-মুলক পড়তো। অতঃপর তার মাথার দিক থেকে আসলে সূরাটি বলবে: আমার এ দিক থেকে তোমাদের কোন পথ নেই। কারণ, লোকটি সূরাতুল-মুলক পড়তো। তাই বলতে হয়, সূরাটি কবরের আযাব প্রতিরোধকারী। সেটি তাওরাতেও সূরাতুল-মুলক। যে ব্যক্তি রাতের বেলায় এ সূরাটি পড়বে তা তার জন্য অনেক বেশি ও চমৎকার হবে"।

(হাকিম: ২/৫৪০ হাদীস ৩৮৩৯ সহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ২/৯১)

৪. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি একদা জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবো না যা শুনে তুমি খুবই খুশি হবে? সে বললো: অবশ্যই শুনাবেন। তখন তিনি বললেন: তুমি "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক পড়বে এবং তা নিজ পরিবারবর্গ, ছেলে-সন্তান, ছোট বাচ্চা ও প্রতিবেশীদেরকে শিক্ষা দিবে। কারণ, সেটি রক্ষাকারী ও ঝগড়াকারী। যা কিয়ামতের দিন তার পাঠককে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য নিজ প্রভুর সাথে ঝগড়া করবে। এমনকি তার জন্য জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করবে। যার পাঠককে কবরের আযাব থেকেও মুক্তি দেয়া হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: আমার মনে চায়, এটি আমার সকল উম্মতের অন্তরে থাকবে।

(আল-মুন্তাখাব/আব্দুবনু হুমাইদ: ২০৬ হাদীস ৬০৩ ইবনু হাজার এটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন ফাইযুল-কাদীর/আল-মুনাওয়ী: ২/৪৫৩)

৫. আব্দল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জনৈক সাহাবী একদা একটি কবরের উপর

তার তাবুটি টানান। তিনি ধারণাই করেননি এটি একটি কবর। অথচ এটি এমন একটি লোকের কবর যে কবরে শুয়ে "সূরাতুল-মুলক" পুরোটি পড়েছে। সাহাবী নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজ তাবুটি একটি কবরের উপর টানালাম। আমি ধারণাই করিনি এটি একটি কবর। অথচ এটি এমন একটি লোকের কবর যে কবরে শুয়ে "সূরাতুল-মুলক" পুরোটি পড়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন: এটি প্রতিরোধকারী, এটি রক্ষাকারী। এটি তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করছে"।

(তিরমিযী: ৫/১৬৩ শাইখ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে হাদসটির এটি প্রতিরোধকারী বাক্যটি সঠিক। দেখুন, যঈফুত-তিরমিযী: ১/৩৪৫ হাদীস ৫৪৬)

সূরাতুল-মুলকের সাথে নেককারদের আচরণ:

১. ইমাম সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "মুহাজির ও আনসারীগণ এ সূরাটি শিখতেন আর বলতেন: যে ব্যক্তি এটি শিখেনি সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত"। (আদ্দুররুল-মানসূর/সুয়ূতী: ৮/২৩৩)

২. সুলাইমান আত-তাইমীর মুওয়াযযিন মুআম্মার বলেন: একদা সুলাইমান আত-তাইমী (রাহিমাহুল্লাহ) ইশার নামাযের পর আমার পাশেই নামায পড়ছিলেন। তিনি তখন নামাযের মধ্যে "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক পড়ছিলেন। যখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছালেন যাতে বলা হয়,

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴾ [الملك: ٢٧]

"অতঃপর যখন তারা কিয়ামতকে নিকটে উপস্থিত দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখ মলিন হয়ে যাবে। আর তাদেরকে তখন বলা হবে, এটিই তো তোমরা সর্বদা কামনা করছিলে"। (আল-মুলক: ২৭)

তখন তিনি (সুলাইমান আত-তাইমী) তা বার বার পড়ছিলেন। ইতিমধ্যে মসজিদের সবাই চলে গেলো। তখন আমিও তাঁকে ছেড়ে চলে গেলাম। আবার যখন আমি ফজরের আযানের জন্য আসলাম

তখনও আমি তাঁকে সেই জায়গায় দেখলাম এবং সেই একই তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেলাম। তিনি তা ছেড়ে সামনে এতটুকুও অগ্রসর হননি"।

(হিলয়াতুল-আউলিয়া ওয়া-তাবাকাতুল-আসফিয়া/আবূ নুআইম আল-আসফাহানী: ২/২৯)

৩. আবূ মাহদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইমাম যুহরীর পেছনে এক মাস লাগাতার নামায পড়ছিলাম। তিনি পুরো মাসই ফজরের নামায "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তথা সূরাতুল-ইখলাস দিয়ে পড়িয়েছেন"।

(হিলয়াতুল-আউলিয়া ওয়া-তাবাকাতুল-আসফিয়া/আবূ নুআইম আল-আসফাহানী: ৩/৩৭০)

৪. আবূ আকীল যুহরা বিন মা'বাদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ইবনু শিহাব আয-যুহরী ফজরের নামাযে "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তথা সূরাতুল-ইখলাস পড়তেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: আপনি কেন এ বড় সূরাটির সাথে এ ছোট সূরাটি পড়েন? তখন তিনি বললেন: "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তথা সূরাতুল-ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। আর "তাবারাক" তথা সূরাতুল-মুলক কবরে তার পাঠকের সপক্ষে ঝগড়া করবে"। (শুআবুল-ঈমান/বায়হাকী: ২/৪৯৫)

৫. ইমরান বিন খালিদ আল-খুযায়ী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আতা (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো: হে আবূ মুহাম্মাদ! তাউস (রাহিমাহুল্লাহ) ধারণা করেন যে, যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর প্রথম রাকআতে "আলিফ-লাম-মীম তানযীল" তথা সূরাতুস-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক" তথা সূরাতুল-মুলক দিয়ে দু' রাকআত নামায পড়বে তার জন্য আরাফায় অবস্থান করা ও লাইলাতুল-কদরের সাওয়াব অবধারিত হবে। তখন আতা (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন: তাউস সত্যই বলেছে। আমি এ

কাজটি কখনো বাদ দেইনি”।

(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ/ইবনু কাসীর: ৯/২৫০)

৬. ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমাকে মুহাদ্দিস আবুল-হাজ্জাজ ইউসুফ আস-সারমাদী বলেন: আমাকে আমার শাইখ আবুল-হাসান আলী বিন আল-হুসাইন আস-সামিররী যিনি সামিররা এলাকার খতীব ও একজন নেককার লোক ছিলেন তিনি আমাকে সামিররা এলাকার একটি কবরের জায়গা দেখিয়ে বললেন: এ জায়গা থেকে এখনো সূরা তাবারাক তথা সূরাতুল-মুলক পড়ার আওয়াজ শুনা যায়”। (আহওয়ালুল-কুবূর/ইবনু রাজাব: ১/৭১)

৭. ইমাম আলূসী এ সূরার তাফসীর শেষে বলেন: “সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি আমাকে এভাবে ছোটবেলা তথা বুঝ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ সূরাটি পড়ার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার নিকট এটি সর্বদা পড়ার তাওফীক ও তা কবুল হওয়া কামনা করছি। (রূহুল-মাআনী/আল-আলূসী: ১৫/৩)

ইতিমধ্যে আমরা সূরাতুল-মুলকের ফযীলত ও এর পাঠকদের অবস্থা শুনালাম। এরপরও কি কেউ তা না পড়ে থাকতে পারে!

একটু চিন্তা করুন:

কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, রাসূল ﷺ কেন অন্য সব সূরাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এ সূরাটিকেই কবরের আযাবকে প্রতিরোধকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন?

আমরা এর উত্তরে বলবো: এ সূরার মূল বক্তব্য হলো, উক্ত সূরায় বর্ণিত প্রতিটি বস্তুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা ও মালিকানা প্রমাণ করা। যেমন: জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি, খুবই সূক্ষ্মভাবে সাত তবক আকাশের সৃষ্টি, নক্ষত্রগুলোকে দুনিয়ার আকাশের আলোকবর্তিকা ও শয়তানকে ছুঁড়ে মারার বস্তু বানানো, জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি, তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান সকল বস্তুকে আয়ত্ত করা, জমিনকে সৃষ্টি করে তাকে মানুষের অধীন করা এবং তাতে তাদের জীবন যাপন ও রিযিকের ব্যবস্থা করা, আকাশের শূন্যে পড়ে যাওয়া ছাড়া পাখীগুলোকে উড়ার ক্ষমতা দেয়া,

কিয়ামত ও মানুষের আয়ুর জ্ঞান ইত্যাদি যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। প্রতি রাতে এ সূরার একজন নিয়মিত পাঠক আল্লাহর এ ক্ষমতাকে স্বীকার ও বিশ্বাস করে। বরং সে প্রতি রাত তাঁর স্রষ্টার সাথে তার চুক্তি ও ঈমান নবায়ন করে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আযাব ও তার ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। কারণ, ফল হয় কর্মানুযায়ী।

* যখন একজন বান্দাকে তার কবরে তিনটি বস্তু জিজ্ঞাসা করা হবে। যা হলো প্রভু, ধর্ম ও রাসূল। আর এ সূরাতে এ প্রশ্নগুলোর মূল বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি প্রতি নিয়ত এ সূরা পড়বে ও এ তিনটি বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকে যখন তার কবরে এ গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দৃঢ়পদ করবেন।

* যখন এ সূরার পাঠক জানবে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের সকল কাফিরকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি দিতে সক্ষম যা উক্ত সূরায় বর্ণিত হয়েছে এবং সে আরো জানবে যে, কবরের জীবন খুবই ভয়ঙ্কর তখন সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি এমন ভালো ধারণা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তাই সে প্রতি রাতে এ সূরার সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার প্রার্থনা নবায়ন করে নেয়। যার ফলে, আল্লাহ তা'আলা একদিন না একদিন তার আবেদন অবশ্যই মঞ্জুর করবেন।

সূরাতুল-মুলক পড়ার নিয়ম:

আমি নিম্নে সূরাতুল-মুলক পড়ার কিছু নিয়ম-কানুন আলোচনা করবো যা আমলটি আল্লাহ তা'আলার নিকট একান্ত খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। যা নিম্নরূপ:

১. প্রতি রাত ঘুমের আগে নিয়মিত এ সূরাটি পড়ুন। যা এর ফযীলতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যাতে আপনার দিনটি আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই শেষ হয়। কারণ, নবী ﷺ বলেন:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

"আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যার আমলকারী তা নিয়মিত সম্পাদন করে"।

(মুওয়াত্তা/মালিক: ১৭৪ হাদীস ৪১৯ বুখারী: ৫/২৩৭৩ হাদীস ৬০৯৭)

আর তা করতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই তা পড়ে নিবেন।

২. প্রথমতঃ কুরআন থেকে দেখে দেখে পড়বেন বা শুনবেন। তা দ্রুত মুখস্থ করার পরিশ্রম করবেন না। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই এমনিতেই মুখস্থ হয়ে গেছে।

৩. তবে যখন মুখস্থ করার ইচ্ছা করবেন তখন তা আয়াতের বিষয় ও আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিবেন।

৪. পড়ার সময় এর তাফসীরের প্রতি খেয়াল করবেন। এমনকি এর মাঝেই আপনি নিজের জীবনটুকু পরিচালনার চেষ্টা করুন। যাতে আপনার স্রষ্টার প্রতি দিন দিন আপনার ঈমানটুকু বেড়ে যায়।

৫. দ্রুত পড়ার চেষ্টা করবেন না। সূরাটি দ্রুত শেষ করাই যেন আপনার একমাত্র লক্ষ্য না হয়। যা ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেন:

لاَ تَنْثُرُوْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَلاَ تَهْذُوْهُ هَذَّ الشِّعْرِ، قِفُوْا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوْا بِهِ الْقُلُوْبَ، وَلاَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوْرَةِ

"তোমরা তা নিম্ন মানের খেজুর ছিঁটানোর ন্যায় ছিঁটাতে যাবে না। এমনকি তা কবিতার ন্যায় আবৃতি করতেও যাবে না। বরং এর আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপারগুলোর কাছে একটু থামো। তা দিয়ে নিজেদের হৃদয়গুলোকে নাড়ানোর চেষ্টা করো। তোমাদের লক্ষ্য যেন সূরাটি দ্রুত শেষ করা না হয়"। (মুসান্নাফ/ইবনু আবী শাইবাহ: ২/২৫৬ হাদীস ৮৭৩৩)

৬. তাজওয়ীদসহ ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করবেন। কারণ, পড়া

থেকে কোন অক্ষর ছুটে গেলে তার পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না। নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ: الـم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে তাকে একটি নেকি দেয়া হবে। আবার তা দশে রূপান্তরিত করা হবে। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর। লাম একটি অক্ষর এবং মীমও একটি অক্ষর।

(তিরমিযী: ৫/২৯১০ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন, আত-তারগীবু ওয়াত-তারহীব: ২/৭৭ হাদীস ১৪১৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٤]

"আর তারতীল তথা তাজওয়ীদের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করো"। (মুযযাম্মিল: ৪)

মনে রাখবেন, পরিশ্রম অনুযায়ী সাওয়াব। আর প্রত্যেক পরিশ্রমী তার নিজ অংশ অবশ্যই পাবে।

৭. এটি নিয়মিত পড়ার পাশাপাশি সুরাতুস-সাজদাহও নিয়মিত পড়বেন। যা ইতিপূর্বে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং যা নবী ﷺ নিয়মিত পড়তেন।

৮. পড়ার সময় তিলাওয়াতের আদবগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। মনে রাখবেন, আপনি তা পড়ার সময় মূলতঃ রাজাধিরাজের সাথে কথা বলছেন। অতএব, তাঁর সাথে আদব রক্ষা করতে হবে।

নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব উল্লেখ করা হলো:

১. তিলাওয়াতের আগে "আউযুবিল্লাহ" ও "বিসমিল্লাহ" পড়ে নিবেন।

২. পড়ার সময় পবিত্রতার্জন তথা ওযু করে নিবেন এবং

কিবলামুখী হবেন।

৩. পড়ার আগে মিসওয়াক বা অন্য কিছু দিয়ে মুখখানা পরিষ্কার করে নিবেন। কারণ, আপনার মুখ থেকে একটু পরই সর্বোত্তম কথাই বের হবে।

৪. যথাসাধ্য সুন্দর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করবেন।

৫. একটু আওয়াজ করে তিলাওয়াত করবেন। তা হলে তা মনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে এবং তা নিয়ে পরবর্তীতে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬. তা কখনো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বেন না। বিনা প্রয়োজনে কখনো এর মাঝে কথা বলবেন না।

৭. পরিচ্ছন্ন ও শান্ত এলাকায় তিলাওয়াত করবেন। যা খুশূ তথা বিনম্রতার সহযোগী।

৮. আযাবের আয়াত পড়ার সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট তা থেকে মুক্তি কামনা করবেন। তেমনিভাবে নিয়ামতের আয়াত পড়ার সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত কামনা করবেন।

(দেখুন, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল-কুরআন: ৫৩ আত-তাযকার ফী আফযালিল-আযকার/কুরতবী: ১৬৪)

নিচে সুরাতুস-সাজদাহ ও সূরাতুল-মুলক পুরোপুরি অর্থসহ দেয়া হলো। নবী ﷺ কখনো উক্ত দু'টি সূরা না পড়ে ঘুমাতেন না।

(আস-সিলসিলাতুস-সাহীহাহ: ২/১৩০ হাদীস ৫৮৫)

সূরাতুস-সাজদাহ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ عَٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ
مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ
وَالْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٠﴾ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ
رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ
شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا

نَسِيتُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا
الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ
الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ
يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ

كَفَرُوا۟ بِلِقَآئِهِمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [السجدة: ١ – ٣٠].

"আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাব সর্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। যাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা কি বলে যে, সে নিজেই তা রচনা করে আল্লাহর কিতাব বলে মিথ্যা দাবি করেছে। বরং তা তোমার প্রভুর নিকট থেকে এক আগত সত্য। যাতে তুমি এমন একটি সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের কাছে ইতিপূর্বে আর কোন সতর্ককারী আসেনি। আশা তো তারা সঠিক পথের দিশা পাবে। তিনি আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু' এর মাঝে যা আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। না আছে সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কাজ পরিচালনা করেন। অতঃপর সকল বিষয় তাঁরই নিকট এমন এক দিন উত্থিত হবে যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী হাজার বছর। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত, মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। যিনি সব কিছুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তার ভেতর নিজ পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ ও দর্শনশক্তি এবং অন্তঃকরণ। তবে তোমরা কৃতজ্ঞতা কমই প্রকাশ করো। তারা বলে, আমরা মাটিতে মিশে গেলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বরং তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। বলো, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদেরকে মৃত্যু দিবে। যাকে তোমাদের দায়িত্বেই নিয়োজিত করা হয়েছে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। তুমি যদি দেখতে সেই দৃশ্য যখন অপরাধীরা তাদের প্রভুর

সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা এখন দেখেছি ও শুনেছি। কাজেই আপনি আমাদেরকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। আমরা ভালো কাজ করবো। আমরা এখন সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাসী। বস্তুতঃ আমি ইচ্ছে করলে সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম। তবে আমি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি নিশ্চয়ই জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দিয়ে পরিপূর্ণ করবো। কাজেই তোমরা মজা করে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। কারণ, তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। আমিও আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। অতএব, তোমরা নিজ অপকর্মের দরুন চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো। বস্তুতঃ আমার নিদর্শনাবলীতে কেবল তারাই বিশ্বাস করে যাদেরকে এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তাদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। উপরন্তু তারা অহঙ্কার করে না। তারা রাতের বেলায় নিজেদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে দূরে রেখে মনে প্রচুর ভীতি ও আশা নিয়ে তাদের প্রভুকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য তাদের কাজের পুরস্কার সরূপ চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কোন মু'মিন ব্যক্তি কি কোন পাপাচারীর সমান হতে পারে? না, তারা কখনো সমান নয়। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের বাসস্থান হবে জান্নাত। যা তাদেরকে তাদের কাজের আপ্যায়ন স্বরূপ দেয়া হবে। আর যারা পাপাচার করে তাদের অবস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে তখনই তাদেরকে আবার সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। উপরন্তু তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আগুনের স্বাদ আস্বাদন করো যা তোমরা একদা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে। তবে আমি তাদেরকে গুরু শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে সে তা থেকে নিজ মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি নিশ্চয়ই

অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো। আমি সত্যিই মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতএব তুমি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করো না। বস্তুতঃ আমি সেটিকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়েছি। আর আমি তাদের মধ্য থেকে অনেককে নেতা বানিয়েছি যারা আমার নির্দেশ মতো মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছে আর আমার আয়াতগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা করবেন। এ ব্যাপারটিও কি তাদেরকে সত্য পথের দিশা দেয় না যে, আমি তাদের পূর্বেকার অনেক মানব বংশকে ধ্বংস করে দিয়েছি যাদের বাসস্থানের উপর দিয়ে তারা এখনো চলাফেরা করে? এত অবশ্যই শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না? তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুকনো জমিনে পানি প্রবাহিত করে সেখান থেকে শষ্য উদ্গত করি। যা থেকে তারা ও তাদের গবাদি পশুগুলো খাদ্য গ্রহণ করে। তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না? তারা আরো বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে বলো, এ ফায়সালা কখন হবে? তুমি বলো, ফায়সালার দিন তো কাফিরদের ঈমান তাদের কোন ফায়েদায় আসবে না। আর তাদেরকে তখন কোন সময়ও দেয়া হবে না। কাজেই তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চলো। আর আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করো, তারাও সে ফায়সালার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে"।

(আস-সাজদাহ: ১-৩০)

উক্ত সূরার পনেরো নম্বর আয়াতটি সাজদাহর আয়াত। তাই সেই আয়াত পড়ার পর সাজদাহ দিতে হয়। সে সাজদায় নিম্নোক্ত দুআটি পড়া যেতে পারে। কারণ, রাসূল ﷺ রাত্রি বেলায় কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাজদাহর আয়াত পড়ার পর সাজদাহ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন:

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"আমার চেহারা সাজদাহরত সেই সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু তিনি নিজ শক্তি ও ক্ষমতায় তাতে শ্রবণ ও দৃষ্টি

শক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

(তিরমিযী ৩৪২, ৫৮০ আবূ দাউদ ১৪১৪ ইবনু খুযাইমাহ ৫৬৪, ৫৬৫ নাসায়ী/সগীর ১১২৯ কবীর ৭১৪)

সূরাতুল-মুলক:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا
تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ
قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا
لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِّزْقِهِۦۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ
تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ
صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ
جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي
يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥۚ بَل لَّجُّواْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ
أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ
وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم
بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ
ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَاۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ
هُوَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۢ ﴿٣٠﴾

[الملك: ١ – ٣٠]

"অতি বরকতময় তিনি যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে এ পরীক্ষা করেন যে, আমলের দিক দিয়ে কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম? তিনি মহাপরাক্রমশালী অতি ক্ষমাশীল। যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন একটির উপর আরেকটি।

তুমি কখনো মহাদয়াময়ের সৃষ্টিকার্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো, সেখানে কোন ফাটল কিংবা দোষ-ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবারো তুমি সেদিকে বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো; দেখবে, সে দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। বস্তুতঃ আমি দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা তথা প্রচুর নক্ষত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেছি। যা শয়তানকে তাড়ানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়। আর আমি তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। যারা তাদের প্রভুকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; কতোই না নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের গর্জন শুনতে পাবে যা হবে তখন উদ্বেলিত। ক্রোধে আক্রোশে জাহান্নামের তখন ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই কোন দলকে সেখানে ফেলা হবে তখন তার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, হাঁ। অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছে। তবে আমরা তাদেরকে অস্বীকার করে বললাম, আল্লাহ তোমাদের নিকট কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। বস্তুতঃ তোমরা ঘোর বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। তারা আরো বলবে, আমরা যদি তখন শুনতাম বা বুঝতাম তা হলে আজ আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতাম না। তারা তখন তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। দূর হোক জাহান্নামের সে অধিবাসীরা। নিশ্চয়ই যারা না দেখেই তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। তোমরা নিজেদের কথা চুপেচাপেই বলো আর উচ্চৈঃস্বরেই বলো নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ের গোপন কথা সম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? বস্তুতঃ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ওয়াকিফহাল। তিনি জমিনকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাদের বুকের উপর দিয়ে চলাচল করো আর আর তাঁর রিযিক ভক্ষণ করো। তাঁর কাছেই তোমাদেরকে পুনরায় যেতে হবে। তোমরা কি এ ব্যাপারে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছো যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনে

ধ্বসিয়ে দিবেন না যখন তা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকে। তোমরা কি এ ব্যাপারে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছো যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? বরং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কেমন ছিলো আমার সেই সতর্কবাণী। তাদের আগের লোকেরাও আমার সতর্কবাণী প্রত্যাখ্যান করেছিলো ফলে কেমন কঠিন হয়েছিলো আমার শাস্তি! তারা কি তাদের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখীগুলোর দিকে তাকায় না যারা ডানা মেলে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় প্রভু ছাড়া অন্য কেউই তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর সার্বিক দ্রষ্টা। দয়াময় প্রভু ছাড়া আর কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে নিজেদের সেনাবাহিনী হয়ে? বস্তুতঃ কাফিররা ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে। এমন কে আছে যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? আসলে তারা অহঙ্কার ও অনিহায় ডুবে আছে। যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখের উপর ভর করে চলে সে কি অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত, না সে লোক যে সোজা সরল সঠিক পথে চলে? তুমি বলো, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন শুনার ও দেখার শক্তি এবং অন্তঃকরণ। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকো। তুমি বলো, তিনিই তোমাদেরকে জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তা হলে বলো, কিয়ামত কায়িম হওয়ার ওয়াদাটুকু কখন বাস্তবায়িত হবে? তুমি বলো, সে জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। অতঃপর যখন তারা তাকে নিকটে উপস্থিত দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখ মলিন হয়ে যাবে। আর তখনই বলা হবে, এই তো সেই ওয়াদা যা বাস্তবায়িত হয়েছে যা তোমরা দীর্ঘদিন কামনা করছিলে। তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সাথীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন তাতে তোমাদের লাভ কী? বরং তোমাদের ভাবা উচিৎ, মর্মান্তিক শাস্তি থেকে কাফিরদেরকে

বাঁচাবে কে? তুমি বলো, তিনিই দয়াময়। আমরা তাঁর উপরই ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপরই ভরা করছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কে সত্যিকারার্থে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে রয়েছে। তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো যে, যদি তোমাদের পানিগুলো ভূগর্ভের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় তা হলে কে এনে দিবে তোমাদেরকে সেই প্রবহমান পানি? (আল-মুলক: ১-৩০)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উক্ত সূরা দু'টি নিয়মিত তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল-আলামীন।

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
কবরের সাথে কিছুক্ষণ	৪
সূরাতুল-মুলকের ফযীলত	৫
সূরাতুল-মুলকের সাথে নেককারদের আচরণ	৭
একটু চিন্তা করুন	৯
সূরাতুল-মুলক পড়ার নিয়ম	১০
সূরাতুস-সাজদাহ	১৪
সূরাতুস-সাজদাহর অর্থ	১৬
সূরাতুল-মুলক	১৯
সূরাতুল-মুলকের অর্থ	২০